115

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 07 MAR. 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

প্রসঙ্গ : কুমিল্লা বোর্ডের পুনঃখণ্ডায়ন

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোসহ কুমিল্লার ২৭টি সংগঠন বিপক্ষে বিবৃতি দিয়েছে

নাসির উদ্দিন : জেলার সরকারি দলসহ ২৭টি রাজনৈতিক, ছাত্র, যুব, শ্রমিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডকে পুনরায় খণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

বিবৃতিতে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কুমিল্লা বোর্ডকে ভেঙে সিলেটে একটি পৃথক শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের গোপন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে এ অপতৎপরতা বন্ধের দাবি জানানো হয়। এতে বলা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ এক পক্ষীয়ভাবে কুমিল্লা বোর্ডের বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা বোর্ড ২৩টি জেলার প্রায় ১২০০ স্কুল ও ৮০০ কলেজ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতি বছর ঢাকা বোর্ডে ২ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী এসএসসি এবং প্রায় পৌনে দুই লাখ ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। রাজশাহী ও যশোহ বোর্ডেও এ সংখ্যা যথাক্রমে পৌনে ২ লাখ ও সোয়া লাখ। এ তিনটি বোর্ড শুরু থেকে যথারীতি চললেও হঠাৎ করে বিএনপি সরকারের আমলে শুধু কুমিল্লা বোর্ডকে ভেঙে চট্টগ্রামে আলাদা বোর্ড করা হয়। এখন আবার সিলেট বোর্ড করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, কুমিল্লা বোর্ডে ১৯৯৫ সালে ১ লাখ ৯০ হাজার ৭৩৪ জন, ১৯৯৬ সালে ৮১৭০২ জন এবং ১৯৯৭ সালে ১ লাখ ২২৮২৯ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে সিলেট বিভাগের চারটি জেলা থেকে ১৯৯৫, '৯৬ ও '৯৭ সালে যথাক্রমে ৩৫০০৩ জন, ১৮২৭৬ জন এবং ২৬৪৫৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। অনুরূপ এইচএসসিতে ১৯৯৫ সালে ১ লাখ ১৫৩৭৭ জন, ১৯৯৬ সালে ৮৪৩৬৪ জন এবং ১৯৯৭ সালে ১ লাখ ১০৮০২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এরমধ্যে ঐ তিন বছরে বৃহত্তর সিলেটে যথাক্রমে ২১৯২০ জন, ২৫১৮৭ জন এবং ৩১৫২৬ জন পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। বর্তমান আ.লীগ সরকার মাত্র ২০ থেকে ৩০ হাজার পরীক্ষার্থীর জন্য পৃথক একটি বোর্ড স্থাপনের মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারে না বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো বলা হয় যেখানে একই দেশে একটি বোর্ড থেকে দুই লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে সেখানে ২০ হাজার ছাত্রের জন্য পৃথক বোর্ডের কোনো কারণ নেই। এছাড়া এতে করে মেধার ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতা হবে। ছোট্ট একটি অঞ্চলের ছাত্ররা মাত্র কয়েক হাজার ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে যেখানে খুব সহজেই মেধা তালিকায় স্থান করে নেবে সেখানে অন্যান্য বোর্ডের ছাত্ররা প্রায় দশগুণ বেশি ছাত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মেধা তালিকায় স্থান পেতে হবে। একটি সরকার কখনোই ঐ বৈষম্য সৃষ্টি করে একটি ক্ষুদ্র দেশের অভ্যন্তরে সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতাকে উস্কে দিতে পারে না বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

বিবৃতিতে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক মোঃ খোরশেদ আলম, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আফজাল খান, বিএনপি সভানেত্রী বেগম রাবেয়া চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন চৌধুরী, জাপা (জা-মো) সভাপতি আনসার আহমেদ, আনোয়ারুল কাদের বাকী, জাপা সভাপতি ও আব্দুল আউয়াল ও সাধারণ সম্পাদক এয়ার আহমেদ সেলিম, ন্যাপের সভাপতি এডভোকেট আবদুর রউফ, সম্পাদক জাকির হোসেনসহ সিপিবি, বাসদ, ওয়ার্কার্সপার্টি, জাসদ, সাম্যবাদী দল, ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, জাতীয় ছাত্রসমাজ, যুবলীগ, যুবদল, শ্রমিক লীগ, শ্রমিক দল, জেলা আইনজীবী সমিতি, বিএমএ, বাস মালিক গ্রুপ, কুমিল্লা জেলা পরিবহন মালিক সমিতি, কুমিল্লা প্রেসক্লাব, সাংবাদিক, যাত্রিক, জনান্তিক, প্রত্যাশা, প্রতিবিম্ব নাট্য সম্পাদায় ও তিন নদী পরিষদ নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেন।